মানুষ হব

সন্দীপ বাগচি

সালটি ২০০৬। সৈদাবাদের একটি নাট্যসংস্থায় প্রবল উদ্যমে নাট্যপরিচালনা-প্রযোজনা করে চলেছি। সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহারাজ একদিন ফোনে জানালেন যে, আমায় একটা বিশেষ কাজ তিনি দিতে চান। কী কাজ সেটা কিন্তু উহ্য রইল।

প্রায় দিন পনেরো পরে তাঁর সঙ্গে দেখা, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে। কাজের ফাঁকে জানালেন যে তিনি ২০০৭-এর ১২ জানুয়ারি, বহরমপুর রবীন্দ্রসদনে জাতীয় যুবদিবস আয়োজন করার পরিকল্পনা করেছেন। তাঁর ইচ্ছা ওইদিন অনুষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো-পোশাকে আমি তাঁর প্রথম শিকাগো বক্তৃতার অভিনয় করি—আগাগোড়া ইংরেজিতে। শুনে আমার মনের অবস্থা কী হয়েছিল তা বর্ণনা করা মুশকিল—মনে হচ্ছিল 'ধরণী দ্বিধা হও'। মহারাজ বললেন, ''কীভাবে করবে আমি বলব না। পোশাকও বানাতে হবে নিজেকেই—যাও, গো অ্যাহেড।''

'গো অ্যাহেড!' আমার তো তখনও কানমাথা ভোঁ ভোঁ করছিল।... শিকাগো অ্যাড্রেস পড়িইনি কখনও। খাগড়া আচার্যপাড়ায় একজন 'মানুষের মতো মানুষ' থাকেন, নাম অচিন্ময় চন্দ্র। সেই বিকেলেই তাঁর শরণ নিলাম। শিকাগো বক্তৃতার শতবর্ষপূর্তিতে একটি বিপুলাকার স্মরণিকা বার হয়েছিল, ইংরেজিতে। সেই বইটি আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, ''এতে সব পাবি। দ্যাখ শেষটাতে শিকাগো বক্তৃতার প্রারম্ভিক ভাষণটি ছাপা রয়েছে। তবে শুধু ওটাই নয়। পড়তে হবে, জানতে হবে গোটা স্বামীজীকে—তবেই হবে।''

বাড়ি ফিরে চমৎকৃত হয়ে পড়ছিলাম "Sisters and brothers of America"...কী অপূর্ব ইংরেজি, কী অসামান্য শব্দচয়ন, নিজ দেশের প্রতি কী অনুপম শ্রদ্ধা-ভালোবাসা! যেন এক ধ্রুববিন্দু থেকে শুরু হয়ে ধাপে-ধাপে বিস্তারিত হয়ে অবহেলায় গড়ে দিচ্ছে বৈদান্তিক বৃত্ত। ছত্রে ছত্রে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-এর অঙ্গীকার। আবার নির্দিষ্ট যতিতে এসে ডুব দিচ্ছে বিন্দুতেই—একত্রে অভিসারী ও অপসারী গতায়াতের অলৌকিকত্ব। বারবার পড়ছিলাম মুগ্ধ হয়ে, আর এক দুরন্ত ভয়ে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছিলাম ক্রমশ। এই অতিমানবিক ব্যাপারটি আমাকে অভিনয়ে ধরতে হবে?

পূজাবকাশে ডুব দিলাম স্বামীজীর বাণী ও রচনায়। শরৎ পেরিয়ে হেমন্ত এল... গুটি গুটি পায়ে এসে পড়ল শীত। ইতিমধ্যে পূর্বোক্ত মহারাজের নির্দেশে নির্মিত হয়েছে পোশাক। কোটের রং নিয়ে দ্বিধা কেটেছে বেলুড় মঠের কাছে দিঙ্‌নির্দেশ পেয়ে। অনন্ত, যে আমাদের নাটকের পোশাক বানাত, বানিয়ে দিয়েছে নির্দিষ্ট রঙের

কোট ও পাজামা। ভিতরের পোশাকের জন্য একটি সাদা গলাবন্ধ পাঞ্জাবি নির্বাচন করেছি, কেন-না কোটের বাইরে সাদা গলাবন্ধ ও দুটো দৃশ্যমান সাদা হাতা থাকা প্রয়োজন। জোগাড় হয়েছে জুতো। রূপসজ্জা করবে উজ্জ্বল রায়; মরিয়া হয়ে সেও নানাভাবে পাগড়ি আর কোমরবন্ধ বেঁধে চলেছে। খুশি হতে পারছে না কিছুতেই। অভাবনীয় প্রস্তুতি চলছে আমারও। আপাতদৃষ্টিতে ছোট্ট বক্তৃতা, কিন্তু সেটা হৃদয়ংগম করতেই আমার দশা শোচনীয়। শুধু কণ্ঠস্থ করলেই হবে না। অভিব্যক্তি ঠিক ঠিক হওয়া চাই। বিরাট পোশাক নিয়ে নড়াচড়া করাও সহজসাধ্য নয়। নিজের কথা ভেবে ওই শীতেও মাঝে মাঝে অঝোরে ঘামছি। বহরমপুর রামকৃষ্ণ মিশন ভবনে একদিন একান্তে মহারাজকে দেখালাম প্রস্তুতি। দেখলেন, কিছু পরামর্শ দিলেন—অন্যতম, কোনও অবস্থাতেই থামা চলবে না। খানিক ওলটপালট হলেও পরোয়া নেই।

পরোয়া নেই! অভিনেয় চরিত্র আত্মস্থ করার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারণাগুলি প্রয়োগ করে প্রস্তুতি নেওয়ার চেষ্টা করছি। চরিত্র বিশ্লেষণ করছি ধাপে ধাপে—প্রথমে নেতিবাচক। আমার চরিত্রে কী কী ওই চরিত্রটির মতো নয়। ফল সাংঘাতিক। কোনও পর্যায়েই নিজের সঙ্গে স্বামীজীর তুলনা চলে না—তিনি জ্যোতিষ্ক, আমি গোষ্পদ। ইতিবাচক চেষ্টাতেও ফল একই। খ্যাপার মতো খুঁড়ে চলেছি জমি, যদি মেলে পরশপাথর। কে আমায় বলে দেবে তিনি কীভাবে ইংরেজি বলতেন—থেমে থেমে, নাকি প্রচণ্ড দ্রুতগতিতে! বক্তৃতার আগে তো বেশ কয়েকমাস ও-মুলুকে ছিলেন—তাহলে কি বক্তৃতায় মার্কিন ইংরেজি ব্যবহার করেছিলেন? যদি সরাসরি তা নাও হয় তবে কি মার্কিনঘেঁষা সানুনাসিক? আমেরিকা বলেছিলেন নাকি ম্যারিকা? যেমন ওদিশিরা বলে থাকে? তাছাড়া তিনি ব্রহ্মচারী—আমি বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জনক। শিকাগোতে বিশ্বজয়ের সময় তাঁর বয়স তিরিশ, আমি ২০০৬-এ তেত্রিশ। খোদ রামকৃষ্ণ মিশনের কাছেও শিকাগো বক্তৃতার কোনও ভয়েস রেকর্ডিং নেই। প্রত্যক্ষদর্শীরা তাঁর ব্যারিটোনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ—আমার কণ্ঠস্বর সুরহীন, ঈষৎ ভাঙা। শিকাগোবিজয়ের আগেই তিনি সর্বশাস্ত্রবিদ, জ্ঞানী—আর আমি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে Jack of all trades, master of none. তিনি গোটা ভারত ঘুরে দেখেছিলেন আমেরিকা যাত্রার আগে—আমি অল্পস্বল্প দেখেছি প্রমোদভ্রমণে। তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষায় ধনুর্ধর—আমি সংস্কৃতে গোল্লা, ইংরেজি শিখেছি পেটের দায়ে। তুলনায় পাওয়া গেল, তিনি দেবদিবাকরের মতো জ্যোতিষাং জ্যোতি, আমি ভঙ্গুর মাটির পিদিম। তিনি রাজার রাজা, আমি হতবুদ্ধি ভিক্ষুক।

সময় কিন্তু বয়ে চলল। এসে পড়ল ১২ জানুয়ারি ২০০৭। চতুর্দিকে সাজো সাজো রব। সকলেই উৎসাহ দিচ্ছিলেন। অশোকমামা বলে গেলেন, ''Sisters & Brothers of America বলে একটু থামবে, আমরা হাততালি দেব, ঠিক যেমনটা ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩-এ কলম্বাস হলে দেওয়া হয়েছিল।'' আমার নাটকের বন্ধুরা সবাই আমার পাশে। পোশাক পরেছি, রূপসজ্জাও শেষ। এবার পাগড়ি বাঁধছে উজ্জ্বল। অনেকটা সময় লাগল। কোমরবন্ধ বাঁধা হচ্ছে। শেষবারের মতো গলা ভিজিয়ে নিচ্ছি চায়ে। ওই আমার নাম ঘোষিত হল; এসে দাঁড়িয়েছি উইংসে। এই মঞ্চে আমি কত কতবার অভিনয় করেছি। তবু, তবুও হাঁটু কাঁপছে, শুকিয়ে আসছে গলা। এসে দাঁড়ালাম মঞ্চে মাইক্রোফোনের সামনে। হলভর্তি লোক নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। আমি শুরু করলাম; পরিকল্পনামাফিক হাততালি পড়ল... এগোচ্ছি, এগোচ্ছি... 'My thanks also to some of the speakers...' বলবার সময় ডাইনে চাইলাম। মহারাজ স্থাণু হয়ে

দাঁড়িয়ে, বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। ভুলে যাব না তো, ভুলে যাচ্ছি না তো? এবং ভুলে গেলাম। দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফেই ওলটপালট হতে শুরু করল... থামার উপায় নেই, আউড়ে যাচ্ছি আর মনে করছি মহারাজের সতর্কবাণী... থামা চলবে না। মহারাজের সতর্কবাণী, নাকি স্বামীজীর?... Stop not till the goal is reached. কী আমার লক্ষ্য? পড়ি কী মরি তখন ছুটছি সমাপনের দিকে। তৃতীয় প্যারাগ্রাফে অনেকটা সামলানো গেল। শেষ হল বক্তৃতা... হাততালি-হাততালি। সাজঘরে যখন পৌঁছলাম তখন সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। চোখ বুজে বসেছিলাম... চোখ খুলে দেখি অচিন্ময় দাঁড়িয়ে, হাসছেন। বলছেন, ''ভালো, ভালো করেছিস। সবাই খুব খুশি। চালিয়ে যা।''

কয়েকদিন পরে আবার ডাক এল। বহরমপুর বিবেকানন্দ পাঠচক্র সেবারই শুরু করল বার্ষিক অনুষ্ঠান—অচিন্ময় প্রধান উদ্যোগী। জানালেন অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে শিকাগো অ্যাড্রেস করতে হবে। বক্তৃতা মোটের উপর ভালোই উতরে গেল। আমার গোটা শরীরে অসহ্য ব্যথা, জ্বর জ্বর ভাব। রাত না পোহাতেই জলবসন্তের স্নেহ ছড়িয়ে পড়ল অঙ্গ জুড়ে—যন্ত্রণায় সংজ্ঞাহীন হবার আগে মনে হল—আমার অপটু শরীর স্বামীজীকে বহন করতে পারল না, আঃ কী লজ্জা, কী লজ্জা!

ব্যাধি তার আদায় উসুল করে নিল। আরোগ্যে পৌঁছলাম এই ভাবনা নিয়ে যে এ নিশ্চয় আমার মতো অপবিত্র জীবের স্বামীজী সাজার সাজা! কিমাশ্চর্যমতঃপরম্। বর্ষায় আবার ডাক এল, এবার যেতে হবে কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে। অভিনয় উতরে গেল। রামকৃষ্ণ মিশনে ১২ জানুয়ারি ২০০৮-এর অনুষ্ঠানেও অভিনয় করলাম।

এরপর তিন বছর বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জায়গায় শিকাগো অভিনয়ের সুযোগ এসেছিল। ইতিমধ্যে স্বামীজীর ভূমিকাভিনেতা হিসেবে পরিচিতি পেতে পেতে মনে প্রবেশ করেছে দম্ভ, হারিয়ে ফেলেছি বিনয়, সারল্য। ফি-বছর ১২ জানুয়ারির অনুষ্ঠানে নিজেকে অবিচ্ছেদ্য ভাবতে ভাবতে জড়িয়ে ফেলেছি নিজেকে নিজের জালে। ২০১০-এর গ্রীষ্মে সারা শরীরে ফোঁড়া উঠতে লাগল—ধরা পড়ল রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি। ২০১১-এর ১২ জানুয়ারির অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণভাবে বর্জিত হলাম।

দেহে-মনে অপরিসীম গ্লানির জ্বালা বোধ করছিলাম। তারপর ২০১১-র মার্চে আবার বরানগর রামকৃষ্ণ মিশনে শিক্ষক সম্মেলনে শিকাগো বক্তৃতার অভিনয় করলাম। পূজাবকাশে রাজস্থান বেড়াতে গিয়ে খেতড়ি দেখে এলাম। খেতড়ি প্রাসাদেই রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম। ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে সর্বোচ্চ তলে এসে পৌঁছনো গেল। তিন-তিনবার খেতড়ি এসে এই সর্বোচ্চ তলের ঘরটিতেই ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, এখন এটি আশ্রমের মন্দির। একা খানিকক্ষণ বসেছিলাম, মনে পড়ছিল ওই ঘরেই স্বামীজী রাজা অজিত সিং-কে বিজ্ঞান পড়াতেন। মনটা হু হু করছিল, কেন জানি না। হঠাৎ অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রচণ্ডবেগে উঠে আসতে লাগল শিকাগো অ্যাড্রেস। কিছুতেই নিজেকে সংবৃত করতে পারছিলাম না। ওই অদ্ভুত ঘটনার ব্যাখ্যা পাইনি।

ফিরে আসতে না আসতেই ২০১২-র ১২ জানুয়ারির তোড়জোড় শুরু হল। রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ আবার সাদরে ডেকে নিলেন। বরানগর আশ্রমের শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানেও শিকাগো অ্যাড্রেস করার সুযোগ পেলাম। ইতিমধ্যে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করবার ডাক পেয়েছি বাংলাদেশ থেকে। কেন জানি না সংকল্প করে ফেলেছি যে স্বামীজীর সার্ধশতবর্ষে দেড়শোটি জায়গায় শিকাগো অ্যাড্রেস করবই। তাই এতদিন যা করিনি এবার তাই শুরু করলাম। লজ্জার মাথা খেয়ে সকলকে অনুরোধ করতে শুরু করলাম—যদি একটা

সুযোগ দেন! বাংলাদেশে প্রথম সুযোগ এল ঢাকা এশিয়াটিক সোসাইটিতে আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্রের বিজনেস সেশনে। পোশাক নেই, শুধু আবৃত্তি করার প্রস্তাব দিলাম। অনেক বুঝিয়ে কর্তৃপক্ষকে নিমরাজি করানো গেল। শেষ মুহূর্তে সময়াভাবের দোহাই দিয়ে তাঁরা বেঁকে বসেছিলেন। তবু আমার নাছোড়বান্দা মনোভাবই শেষপর্যন্ত জয়যুক্ত হল। ঢাকা এশিয়াটিক সোসাইটি হল শুনল স্বামীজীর বক্তৃতা। ওঁদের কী আগ্রহ, কত কৌতূহল, এমনকী মুসলিম মহিলারাও রোমাঞ্চিত!

ঢাকা থেকে সামান্য দূরে বারদি গ্রামে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে গিয়েছিলাম। হঠাৎ খেতড়ির মতোই অন্তর থেকে প্রণবনাদের মতো উঠে আসতে শুরু করল শিকাগো অ্যাড্রেস। আমি থামতে পারছি কই, থামাতে পারছি কই! পাহাড়ি নদীর বন্য আবেগ ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। আমার ভুল হয়ে যাচ্ছে চতুষ্পার্শ্ব, ভুল হয়ে যাচ্ছে দেহমন। সুপ্তোত্থিত প্রেতের মতো ফিরে আসছি ঢাকায়... মহামানবিক সংঘটনে দুর্বল শরীর ভেঙে পড়ছে; পেট ছিঁড়ে যাচ্ছে যন্ত্রণায়। সন্ধ্যায় ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রশস্ত আঙিনায় ম্যারাপ বেঁধে শ্রীরামকৃষ্ণের ১৭৫ তম জন্মতিথি উৎসবের অনুষ্ঠান চলছে। জনৈক মহারাজকে অনুরোধ করছি, ''একটা সুযোগ দেবেন?'' মহারাজ সংশয়ী কণ্ঠে বলছেন, ''আপনার পোশাক কোথায়! পোশাক ছাড়া বক্তৃতা সকলের ভালো লাগবে কেন? এর আগে কতবার করেছেন?'' শেষ পর্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে সুযোগ দিচ্ছেন। গিয়ে দাঁড়াচ্ছি মঞ্চে, সামনে প্রায় তিন হাজার দর্শক। পেট মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। উপেক্ষা করে শুরু করছি বক্তৃতা। পারছি, পেরে যাচ্ছি। দেহ পরাভূত, মন মৃতপ্রায়— কম্বুকণ্ঠে আশ্রমপ্রাঙ্গণে আছড়ে পড়ছেন voice without a form। মহারাজ বুকে জড়িয়ে ধরে বলছেন, ''বুঝতে পারিনি, স্বামীজীর ইচ্ছাতেই...।''

আমি বুঝতে পারছি। স্বামীজীর ইচ্ছাতেই দাম্ভিক অভিনেতার পোশাক খুলে নগ্ন দাঁড়িয়েছি একা। শুরু হয়ে গেছে এক অলৌকিক উড়ান—''একটা সুযোগ দেবেন, মানুষ হব!'' ✠

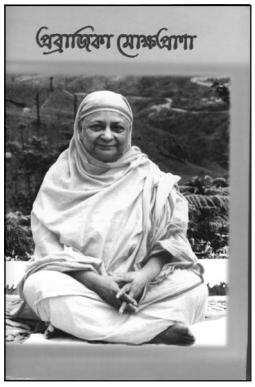

শ্রীসারদা মঠ থেকে প্রকাশিত হল

প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা

শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষা পরমপূজনীয়া প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণামাতাজীর স্মৃতিগ্রন্থটি একদিকে যেমন তাঁর অনাড়ম্বর, সহজ-সরল জীবনের আদর্শ আমাদের সামনে তুলে ধরেছে, তেমনই তাঁর তপস্যাপূত অনুপম চরিত্রের মহিমা ফুটে উঠেছে ভক্ত-শিষ্য-সন্ন্যাসিনীদের স্মৃতিচারণায়। মাতাজীর লেখা চিঠিগুলি এ-গ্রন্থে অন্যতম মাত্রা সংযোজন করেছে। বইটির তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল ২০১৩ সালে। মূল্য ২৫০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীসারদা মঠ, সারদাপীঠ, উদ্বোধন কার্যালয়, অদ্বৈত আশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার।